Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

৪১ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, সোমবার, ৭ আশ্বিন, ১৪২৫

জেলা জুড়ে বর্ণাঢ্য অধিকার যাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান সদর ১-এর তালিত থেকে বাঘাড় হয়ে সিমডাল পর্যন্ত বি পি এম ও-র ডাকে অধিকার যাত্রা সংগঠিত হয়।

নদী ভাঙনের ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ভাঙন রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা সহ ৮দফা দাবিতে ব্যাপক সাড়া জাগে পূর্বস্থলী এলাকা জুড়ে। ২নং পারুলিয়া বাজার থেকে এদিন আদিবাসী নৃত্য, ঢাকঢোল বাদ্যযন্ত্র সহকারে অধিকার যাত্রার সূচনা করেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির সভানেত্রী অঞ্জু কর। পদযাত্রা পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের কালেখাঁতলা, ২নং পঞ্চায়েতের ১৪ নং ওয়ার্ডসহ পারুলিয়া, তেলিনিওপাড়া, শ্যামবাটী, বৈদ্যপুর, কুমিরপাড়া, বড়গাছী, বাগআঁচড়া, লোহাচুড় ইত্যাদি ১০টি গ্রাম পরিক্রমা করে দিনের শেষে বেলগাছি গ্রামে শেষ হয়। সম্পূর্ণ পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সুব্রত ভাওয়াল, বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, মহিলা সমিতির পক্ষে বাসন্তী কুরী, অঞ্জু দেবনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আদিবাসী লোকশিল্পী সংঘের মহিলারাও সামিল হন বর্ণাঢ্য ও সুসজ্জিত পদযাত্রায়। পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা ও সুব্রত ভাওয়াল।

পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের কালেখাঁতলা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মেড়তলা, ফলেয়া স্টেশন বাজার থেকে আদিবাসী ও লোকশিল্প, মহিলাদের নৃত্য ও গানের তালে তালে পদযাত্রা শুরু হয়। ফেলেয়া, চারা বড়তলা, ঋষি, মুড়াগাছা, ধীতপুর, বিশ্বরম্ভা হয়ে কালেখাঁতলা বাজারে পদযাত্রা শেষ হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা বিধায়ক প্রদীপকুমার সাহা, ডিওয়াই এফ আই-এর বীরেশ্বর নন্দী, রতন ঘোষ,

—এরপর চারের পাতায়

ছাত্র খুনের প্রতিবাদে জেলা জুড়ে ছাত্রদের অবরোধ, মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর, বর্ধমান : ইসলামপুরে পুলিশের গুলিতে দু'জন ছাত্রের হত্যার প্রতিবাদে উত্তাল ছাত্রসমাজ। স্কুল শিক্ষক চাওয়ার অপরাধে গুলি খেল দু'জন ছাত্র। সরকার পরিবর্তনের পর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য, দুর্নীতি, খুন, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ক্ষোভে ফুঁসছে ছাত্রসমাজ। একই প্রতিবাদে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ধর্মঘটের ডাক দেয় ২২ সেপ্টেম্বর। মুখ্যমন্ত্রীর 'দুষ্ট ছেলে'রা কলেজে, স্কুলে গণতন্ত্র শেষ করেছে। সন্ত্রাসের বাতাবরণে সাধারণ ছাত্রসমাজ এই প্রথম ছাত্র ধর্মঘট ডাকার সাহস অর্জন করেছে। জেলাতে স্কুল, কলেজ বন্ধ না থাকলেও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। ভয়, ভীতি, উপেক্ষা করে সদরের হাটগোবিন্দপুর স্কুল ধর্মঘটে সামিল হয়। ছাত্ররা যে এই খুনকে মানতে পারছে না তা বোঝা গেল ছাত্রদের নীরব প্রতিবাদে। সরকার অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করলেও ছাত্ররা মানতে পারছে না। তাঁরা বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাইছে। পুলিশের দালালি ভূমিকাতে জ্বলছে। গড়ে তুলছে প্রতিরোধ।

আগের দিন ২১ সেপ্টেম্বর এস.এফ.আই জেলা কমিটি ধর্মঘটের সমর্থনে কার্জনগেটে পথ অবরোধ করে। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। পুলিশকে দেখেই ছাত্ররা ক্ষোভের আগুনে জ্বলতে থাকে। পরে পুলিশ ছাত্রাদেরকে বুঝিয়ে পথ অবরোধ তুলে দেয়। জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরীর বক্তৃতা দিয়ে পথ অবরোধ

—এরপর চারের পাতায়

হিমঘর নির্মাণ থমকে, বিপাকে কৃষি সমবায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ সেপ্টেম্বর : বরাদ্দের অর্থ যোগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আলুর হিমঘর নির্মাণের কাজ থমকে আছে ২০১৬ সাল থেকে। মাঝ পথে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ অনাদরে অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে। ফলে চরম বিপাকে পড়েছে বেগপুর কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতি। স্থানীয় আলু চাষিদের সুবিধার জন্য ২০১০ সালে এই সমবায় তিন লক্ষ প্যাকেট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি আলুর হিমঘর নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। ২০১২ সালের জুলাই মাসে সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হিমঘর নির্মাণের জন্য আই আর ডি এফ বরাদ্দ করে সাড়ে তেরো কোটি টাকা। হিমঘর নির্মাণের কারিগরি দায়িত্ব পায় হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন। তারা টেন্ডার করে দায়িত্ব দেয় একটি ঠিকাদার সংস্থাকে। নির্মাণের কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালে। কিন্তু বরাদ্দকৃত অর্থের নয় কোটি বাষট্টি হাজার টাকা দেওয়ার পর অর্থ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে ঠিকাদার সংস্থা ২০১৬ সাল থেকে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। তিন একর জমির ওপর পড়ে আছে হিমঘরের অর্ধসমাপ্ত নির্মাণ কাঠামো। ঋণের সুদের বোঝা চাপছে সমবায়ের উপরে। কিন্তু কোনো রোজগার নাই। স্তব্ধ সমবায়ের সমস্ত উন্নয়ন। স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন কবে শুরু হবে এর পুনঃনির্মাণ।

১২ দিন কাজের মজুরি ১ পয়সা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ সেপ্টেম্বর : কালনা ২নং ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু শ্রমজীবীর ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে অস্বাভাবিক কম মজুরি দেওয়া হয়েছে। সরকার নির্ধারিত ১৯১ টাকার পরিবর্তে ১২ দিন কাজ করে তাঁরা ১ পয়সা মজুরি পেয়েছেন। এই তথ্য রেগা'র ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে। বিষয়টি মৌখিকভাবেও স্বীকার করেছেন সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রকল্প আধিকারিক। উল্লেখ্য যে, পাতিলপাড়া গ্রামের খেলার মাঠ থেকে পি ডব্লিউ ডি রাস্তা পর্যন্ত

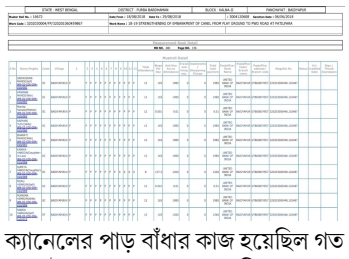

ক্যানেলের পাড় বাঁধার কাজ হয়েছিল গত আগস্ট মাসের ১৮ তারিখ থেকে ২৯তারিখ পর্যন্ত। সেই কাজের মাস্টাররোল নম্বর ১৬৬৭২ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে মনিকা হাঁসদা (জব কার্ড

—এরপর চারের পাতায়

পুলিশ কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ সেপ্টেম্বর : কালনার বুলবুলিতলা ফাঁড়িতে এদিন সকালে কর্মরত পুলিশ কর্মী মাইকেল মাণ্ডির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। পুলিশ দাবি করে অবসাদে সে গলায় বঁটির কোপ মেরে আত্মঘাতি হয়েছে। কিন্তু পুলিশের এই বক্তব্যকে উড়িয়ে দেন মৃত পুলিশ কর্মীর স্ত্রী মেরি মাণ্ডি এবং তাঁর মেয়ে। তাঁদের বক্তব্য পরিকল্পিতভাবে মাইকেলকে খুন করা হয়েছে। তাই এই ঘটনার তদন্ত পুলিশকে দিয়ে নয় সি বি আই অথবা সি আই ডি-র মতো উচ্চ পর্যায়ে করাতে হবে। এই দাবিতে ১৯ সেপ্টেম্বর স্থানীয় আদিবাসীরা সকালে বুলবুলিতলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে জমায়েত হন। প্রায় এক ঘন্টা বর্ধমান-কালনা সড়ক এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ ফাঁড়ি আড়াই ঘন্টা অবরুদ্ধ থাকে। শেষে পুলিশ প্রশাসন থেকে

যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে আদিবাসীরা তাদের অবরোধ তুলে নেন।

পুরনো সবজি মাচাতে শশা চাষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে পটল, লাউ করলা, ছাঁচি কুমড়ো। ফলে চরম লোকসানের মধে কালনার সবজি চাষিরা। অথচ সবজির বাজার এখন আকাশছোঁয়া। বেশি লোকসানের হাত থেকে বাঁচতে তাই এখানকার কৃষকরা একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পচে যাওয়া সবজির পুরনো মাচাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা শশা চাষে নেমে পড়েছেন। পচে যাওয়া সবজির ক্ষেত পরিস্কার করে পুরনো মাচার তলায় পুঁতে দিয়েছেন শশার বীজ। তা থেকে গাছও বেরিয়েছে। এখন চলছে পরিচর্যার কাজ। কালনার ধর্মডাঙ্গা গ্রামের জনৈক কৃষক সুখেন দাস

জানালেন, এই চাষে উৎপাদন খরচ নেই বললেই চলে। শশা উঠতে শুরু করবে খুব শীঘ্রই। তখন শশার ভালো দাম পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন, জানেন তো আশায় বাঁচে চাষা! আমাদের বাঁচার রসদ কৃষি থেকেই তুলতে হবে। তাই কৃষিকে আঁকড়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এটা মেনে নিয়েই পাট, ধান, আলুর মতো চিরাচরিত ফসল কিছুটা কমিয়ে বিকল্প চাষে যেতে হচ্ছে। এই বিকল্প চাষের কথা আমাদের মাথায় দিয়ে গেছে বিগত বামফ্রন্ট সরকার। সেই আমলের ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এখন করে খাচ্ছি। লাউ, ছাঁচি কুমড়ো, পটল, করলা ইত্যাদি সবজিগুলো বিকল্প ফসলের মধ্যেই পড়ে। এই সব চাষ করে আমাদের লোকসান হয় না, ভালো লাভ হয়। তবে এবারে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কিছুটা লোকসান হয়েছে। শশা চাষে তার কিছুটা পুষিয়ে নিতে চাইছি। পুরনো ঝিঙে মাচায় শশা চাষ তারই অঙ্গ।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৮

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারের শারদ সংখ্যা সমৃদ্ধ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবির পাশাপাশি নবীন প্রতিভাবান লেখক-কবিদের রচনায়।

মূল্য : ৫০ টাকা

৩১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্ডার দিন

নতুন চিঠি

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

গভীর রহস্য

মন্ত্রীর আত্মীয় বলেই নিয়োগে এমন তৎপরতা, সেদিন পুলিশের সঙ্গে ছিল তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাও। দাড়িভিটে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। শাসকদলের মন্ত্রী, বিধায়ককে মাথা নিচু করেই জনরোষের প্রতিটি ধিক্কার বাক্য এখন হজম করতে হচ্ছে। 'মমতা ব্যানার্জি না সরলে দাড়িভিটে শান্তি আসবে না', নিহত ছাত্রের মা'র মুখ থেকে এ মন্তব্যও শুনতে হয়েছে তৃণমূল দলের মন্ত্রী গোলাম রব্বানিকে। আবার মুকুল রায়ের সভার পরিপ্রেক্ষিতে সভায় দাঁড়িয়েই প্রাক্তন ছাত্রী মন্তব্য করেছেন, 'স্কুলের প্রাক্তন দাদা মারা গেছে, তাই ছুটে এসেছি প্রতিবাদ করতে। কিন্তু ভারত মাতার জয় স্লোগানে কেন গলা মেলাতে হবে আমাদের?' প্ররোচনা যে আছে সেই নকশা এখন স্পষ্ট করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দাড়িভিটে। স্কুল শিক্ষককে স্কুলে পৌঁছে দিতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে আসতে হলো কেন? আবার পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরাই বা উপস্থিত হলো কীভাবে? মিলান থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিদান হেঁকেছেন, বহিরাগতরা ছিল, গন্ডগোল তারাই পাকিয়েছে। অথচ চার দিন হয়ে গেল তাঁরই পুলিশ প্রশাসন 'বহিরাগত দুষ্কৃতীদের' খুঁজে বের করতে ব্যর্থ! জানা গেছে সেদিন সকালে ওই স্কুলে গিয়েছিলেন তৃণমূল মন্ত্রী গোলাম রব্বানির ঘনিষ্ঠ তৃণমূল দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য জাভেদ আখতার। স্কুলে গিয়ে তিনি অভিজিৎ কুণ্ডু যিনি একাধারে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং তৃণমূলেরই শিক্ষা সেলের নেতা, তাঁর সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়েই আলোচনা করেন। প্রশ্ন উঠেছে সেই আলোচনা কি ফলদায়ক হয়নি? তাই কি শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সমাধানযোগ্য বিবাদ সেদিনে চরম বিক্ষোভ পর্যায়ে উন্নীত হয়? সন্দেহ এজন্য যে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, গোলাম রব্বানি গোয়ালপোখরের বিধায়ক, তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব আছে ইসলামপুরের তৃণমূলীদের একাংশের। কিন্তু এ রহস্য কি উন্মোচিত হবে?

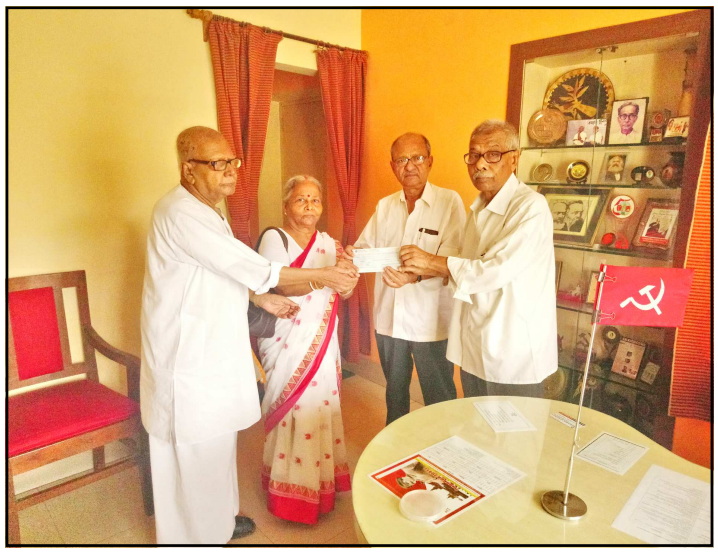

সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটিকে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা ও নেত্রী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়। চেকটি গ্রহণ করেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক ও সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার।

এক ডজন প্রশ্ন

১. মানচিত্রে চিলি দেশটি দেখতে কেমন? কবে স্বাধীন হয়?
২. বার্মা দেশটির নাম মায়ানমার কবে হয়েছিল?
৩. ভারতের পাঞ্জাবে অমৃতসর শহর কে প্রতিষ্ঠা করেন? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৪. হুগলি জেলার দানবীর হাজি মহম্মদ মহসিন তাঁর সম্পত্তি শিক্ষার জন্য কবে দান করে যান?
৫. 'হিন্দু' পত্রিকা কবে প্রথম কোথা হতে প্রকাশিত হয়? কত কপি ছাপা হয়?
৬. সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালি' কবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়?
৭. কবে থেকে কমিউনিস্ট নেতা মাও সে তুঙ চিনে লংমার্চ শুরু করেন?
৮. কে কোথায় কবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন?
৯. প্রথম কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বাংলায় কে অনুবাদ করেন? কোন পত্রিকায়? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
১০. বিপ্লবী শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কবে কয়েকজন ইংরেজকে হত্যা করে পটাশিয়াম সাইনাইড খেয়ে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন?
১১. ফুটবল সম্রাট পেলে তাঁর কোন দল নিয়ে এসে কবে কলকাতায় মোহনবাগানের সঙ্গে খেলেছিলেন?
১২. বিশ্ব শিশুকন্যা দিবস কবে পালিত হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

পীর বাহারাম

শ্যামসুন্দর বেরা

ইতিহাসের শহর বর্ধমানের অন্যতম একটি তীর্থক্ষেত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র হল পীর বহরাম সাক্কা, শের আফগান এবং নবাব কুতবুদ্দীনের সমাধি। অতীত এবং বর্তমানের শেষ না হওয়া কথোপকথন শুনতে পিছিয়ে যেতে হবে আজ থেকে ৪৫৭ বছর আগে।

গিয়াসুদ্দিন জালালশাহ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ১৫৬০ থেকে ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর আমলেই ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে বহরাম সাক্কা নামে এক দরবেশ

বর্ধমান শহরে আসেন। প্রথম জীবনে তিনি শাহওয়ার্দি বায়াৎ এবং পরবর্তীতে তিনি হজরত পীর সাক্কা নামে খ্যাত হন। পীর ও সুফীগণ মূলত ধর্মপ্রচারের কাজে লিপ্ত থাকলেও মানবকল্যাণ ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। আবুল ফজল আলমীর আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী, বহরাম রচিত কাব্যকর্ম দেওয়ানা এবং বর্ধমান শহরে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে বহরাম সাক্কার জীবন ও মানবপ্রেম সম্বন্ধে জানা যায়।

বহরাম সাক্কার ছোটো ভাই ছিলেন বায়াজিদ। জানা যায়, বায়াৎ বংশের দুই ভাই তুরস্কের তাব্রিজ শহর থেকে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে কাবুলে মোঘল সৈন্যদলে যোগ দেন। বাবরের দ্বিতীয় পুত্র কামরানের অধীনে খ্যাতিমান যোদ্ধা হিসেবে যুক্ত হন। পরবর্তীতে তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটে। আল্লার মহিমা সূচক সঙ্গীতে মন টানে। যোদ্ধাবৃত্তি ত্যাগ করে ধর্মচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হন

এবং মানবকল্যাণে ব্রতী হন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ভৌগোলিকভাবে ঊষর দেশের তৃষ্ণার্ত মানুষজনকে জলদান করে জীবনদান করা। এই ব্রত থেকেই তাঁর নাম হয় বহরাম সাক্কা। সাক্কা শব্দের অর্থ হল জলদানকারী। এরই মধ্যে রচনা করতেন দেওয়ানা অর্থাৎ গীতিকবিতা।

তুরস্ক ও পারস্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘ বারো বছর তিনি এই জলসত্রের কাজে লিপ্ত ছিলেন। কথিত আছে যে ভিস্তি তাঁর কাঁধ থেকে নামতোই না প্রায়। একটানা বারো বছর কাঁধে করে ভিস্তি বহন করে এক সময় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। অবশেষে ক্ষান্ত হন গুরু শেখ জামি মহম্মদ খাবুসানীর আদেশে। ক্ষত সেরে গেলে গুরুর আদেশে বহরাম সাক্কা ভাইকে নিয়ে দিল্লি চলে আসেন। সেখানে মুঘল সেনাপতি মুনিম খাঁ-র প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। আশ্রয় লাভ করেন হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধিক্ষেত্রের কাছেই। তারপর দিল্লি থেকে চলে আসেন আগ্রায়। সেখানেও আগ্রা দুর্গের প্রবেশদ্বারের কাছেই জলসত্র খোলেন। বহুমানুষ তাঁর দেওয়া জলে তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। কথিত আছে সম্রাট আকবরও তাঁর জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন এবং তাঁর দেওয়ানায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন আগ্রায় মানুষকে জলদান করার পর আবুল ফজলের বিষ নজরে পড়ে আগ্রা ছাড়েন।

তারপর সিংহল যাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে উপস্থিত হন তৎকালীন বাংলার শরিফাবাদের সদর কার্যালয় বর্ধমানে। সে-সময়ে বর্ধমানের পুরাতনচকে ছিল যোগী জয়পালের বাগান ও আস্তানা। সেখানেই সাক্ষাৎ হয় যোগী জয়পাল ও বহরাম সাক্কার। পারস্পরিক মুগ্ধতায় বহরাম সাক্কা স্থান পান যোগী জয়পালের আস্তানায়। কথিত আছে দুজনেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বহরাম সাক্কা-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন যোগী জয়পাল। জয়পালের আস্তানাতেই হিজরা ৯৭০ বা ইংরেজি ১৫৬৩-৬৪ অব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বহরাম সাক্কা এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

এটা অনুমিত যে হিজরি ৯৮২ অব্দ অর্থাৎ ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দের আগে বর্ধমান মোঘলদের অধীনস্থ ছিল না। এ বছরই মুনিম খাঁ ও রাজা টোডরমল বর্ধমান শহর অধিকৃত হলে সম্রাট আকবর বহরাম সাক্কা-র সমাধিস্থলে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের আদেশ দেন। ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য পুরাতনচক, ফকিরপুর ও মির্জাপুর মৌজা দান করেন।

১৭৯১ (মতান্তরে ১৭৯৩) খ্রিস্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্তের সময় উক্ত গ্রামগুলি তৎকালীন বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্ ও ইংরেজদের মধ্যে এক চুক্তিতে রাজপরিবারের জমিদারিভুক্ত হয় মাতোয়ালিকে মাসিক নগদ বন্দোবস্ত করে। রাজপরিবারের পক্ষ থেকে সমাধিক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেন মহারাজ তেজচন্দ্-এর মা বিষণকুমারী।

পীর বহরামের সমাধিটি চত্বরের উত্তর দিকে অবস্থিত। প্রবেশ পথের পরে একটি দালান এবং শেষ প্রান্তে সমাধিভবন। গর্ভগৃহের মধ্যে আছে কবরস্থানটি। সমাধিভবনের ভূমি-নক্সা বর্গাকার। মাথার ওপর অর্ধগোলাকার চূড়াযুক্ত গম্বুজ। ছাদের চার কোণে চারটি ভিত্তিমূল থেকে ওঠা এবং ছাদের উপরিতলকে সামান্য অতিক্রম করা আটকোণা মিনার আছে। প্রবেশদ্বারের দু-দিকের দেওয়ালে দুটি ফলক বর্তমান। ফলকগুলি আরবি-পার্সি ভাষায় খোদিত।

পীর বহরামের একেবারে শেষ প্রান্তে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আছে যোগী জয়পালের সমাধিক্ষেত্র। বর্তমানে সেটি সমাধিক্ষেত্রের প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত। সমাধিক্ষেত্রের উত্তর দিকে একটি বিশাল জলাশয় আছে, যেটি পীরপুকুর নামে পরিচিত। দক্ষিণ দিকে বিশাল চত্বরজুড়ে রয়েছে সমাধিক্ষেত্র। পীর বাহারামের মূল সৌধের পশ্চিমদিকে একটি দালানে বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগান ও তৎকালীন বাংলার সুবাদার জাহাঙ্গীরের পালিত ভ্রাতা কুতুবুদ্দিনের সমাধি।

১৬০৩-৪ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট আকবর বর্ধমানের জায়গীরদার করে পাঠান তুর্কি আলি কুলি বেগকে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ। বাঘ মেরে তিনি শের আফগান নামে পরিচিত হন। আকবরের ব্যবস্থায় তাঁর বিবাহ হয় দেওয়ান মির্জা গিয়াস তেহরানির কন্যা লাবণ্যময়ী মেহেরউন্নিসার সঙ্গে। এই মেহেরউন্নিসার প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিলেন যুবরাজ সেলিম। আকবরের মৃত্যুর পর তিনি জাহাঙ্গীর নামে সিংহাসনে বসেন। মেহেরুন্নিসাকে পাবার স্বপ্ন তিনি তখনও ত্যাগ করেননি। রাজকার্যের অজুহাতে শের আফগানকে ডেকে পাঠান দিল্লিতে। সেখানে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে শের আফগান ফিরে আসেন বর্ধমানে। জাহাঙ্গীর জানতেন মেহেরুন্নেসাকে পাবার একমাত্র পথ হল শের আফগানকে হত্যা করা। সেই উদ্দেশ্যেই জাহাঙ্গীর পালিত ভ্রাতা কুতুবুদ্দিন কোকাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয় বর্তমান বর্ধমানের সাধনপুরে। দুজনেই মারা যান যুদ্ধে। তাঁদের সমাধিস্থ করা হয় পীর বহরামের সমাধির পশ্চিম দিকের দালানে। সকন্যা মেহেরুন্নিসাকে দিল্লির দরবারে আনা হয়। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর বিবাহ করেন মেহেরুন্নিসাকে। তিনি পরবর্তীকালে পরিচিত হন ভারত সম্রাজ্ঞী নুরজাহান অর্থাৎ জগতের আলো।

একাধারে একটি তীর্থস্থান এবং পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পীর বহরাম সাক্কার সমাধিক্ষেত্রটি বর্ধমান পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনটিকে স্মারক তথা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থলটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের অধীনস্থ। প্রতি বছর চান্দ্র মাসের ২২ থেকে ২৪ রজব পর্যন্ত হজরৎ পীর বহরাম সাক্কার উরস মোবারক উৎসব পালিত হয়। উৎসবে বহু ভক্তসমাগম হয়। এছাড়া সারা বছরই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনটির টানে বহু মানুষ আসেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, কলকাতা মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হলেও রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের প্রতি উদাসীনতা চোখে পড়ে।

অন্য সংস্কৃতি

রাতবিরেতে

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলে লম্বা চওড়া ব্যাঙ্ক-চাকুরে। জমিজায়গাও একটু একটু করে বাড়িয়েছে মহীতোষ। দু'পয়সা, চার পয়সা, দু'চার আনা করে অনেকটা পুকুরের ভাগও তিনি কিনেছেন। ঘরে গরু বাছুরও পেলেছেন। আগে নিজের হালবলদও ছিল। বাড়িতে মুনিষ মাহিন্দরও রেখেছিলেন। বয়েস হচ্ছে। আর জমিচাষের ধকল সইতে পারছেন না। তাই ওসবের পাট উঠে গেছে। তাছাড়া এক ছেলে। সে তো আর কলম ছেড়ে হাল ধরবে না। দরকারই বা কি? জমিজিরেতের সঙ্গে ঘরবাসত করতে করতে তারও নেশা ধরে গিয়েছিল চাষবাসের। নইলে তারই বা কি দরকার ছিল জমির পেছনে অমন এঁটুলির মতো লেগে থাকার! সে যাই হোক। এখন তো গাঁয়ের ভিটে না ছাড়লেও তার চলছে না। ছাড়া মানে ভিটে ছিঁড়ে যাওয়া নয়। গাঁয়ের হাঁড়ি-হেঁসেল গাঁয়েই রেখে শহরে ছেলের সংসারে ঘরকন্না করতে হবে। ইচ্ছেও যে যাচ্ছে না, তা নয়। ছেলে শহরে বাড়ি ফেঁদেছিল। কাজ চলা অবস্থায় তিনি অনেকবারই গেছেন। খোপ খোপ জায়গায় সব নতুন বাড়ি উঠছে। বিরাট জায়গা জুড়ে নতুন সব বসতি করার যজ্ঞি চলছে। জায়গাটায় আগে চাষবাস চলত। আশপাশের গাঁঘরের ভাত কাপড়ের বেশ কিছুটা সুরাহ হতো ওই মাটির দয়ায়। তা কলকাতা থেকে বড় একটা কোম্পানি নাকি একলপ্তে এত বড় জায়গাটা কিনে নেয়। জায়গাটা তখনও শহর-অচ্ছুত ছিল। না নইলে নয়, একটা পাকা রাস্তা দু'পাশের বড়সড় সব গাছপালার সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে মাইল চারেক দূরের শহরে গিয়ে হাঁফ ছাড়ত। দু'চারটে বাস, লরি, গাড়িও যাতায়াত করত রাস্তাটায়। কাজেই জায়গাটার তেমন দাম ওঠার অবস্থা কোথায়! যাক সেসব কথা। একসঙ্গে এতগুলো ঘরবসতি তৈরির টাটকা গন্ধের ঘোর মহীতোষেরও লেগেছিল। ছেলের ঘর হয়েছে। গাঁঘরের পাট যতটা পারে রেখেও ছেলের বাড়িতে থিতু হয়েছে সে আর তার গিন্নি। প্রথম প্রথম বেশ ভালোও লাগত। দু'পাশে সারি সারি বাড়ি। মাঝে চকচকে রাস্তা। রাস্তাগুলো চলতে চলতে আবার ফ্যাঁকড়ায় ফ্যাঁকড়ায় ভাগাভাগি হচ্ছে। ফ্যাঁকড়াগুলোর দু'পাশে বাড়ির সারি। মাপটানা সব জায়গায় জায়গায় বাড়ির দঙ্গল। কাজেই পাশাপাশি সব গেরস্থালির জায়গা বেশি কমের টানাটানিও নেই। বাড়ির ইতরবিশেষ আছে। তবে একেবারে কম রোজগার যাদের তাদের এখানে ঠাঁই নেই। বলা ভালো, তারা এখানে সাহস করে জায়গা কিনবে কি করে! বাড়ি ফেঁদে চালাতে পারবে সংসার। আর চারপাশের এইসব হৃষ্টপুষ্ট বাড়ির মেলায় তো নিজের ছোটখাটো বাড়ি দূর-ছাই লাগবে। গায়ে গা ঘেঁষে ওইসব বাড়ির সঙ্গে টক্কর দেবেই বা কি করে!

মহীতোষের বউ সুরবালা আবার ছাড়া সংসার যতটা পারে গুছিয়ে নিয়েছে। এলাম গেলাম ছেড়ে এবার অন্তত মাসখানেক থিতু হয়ে থাকবে ওই সংসারে। দুলির মা তো আছেই। জুত করে সুক্তো, পেঁয়াজ-পোস্ত, মাছের ঝোল, চচ্চড়ি রাঁধবে। কত্তা বড় ভালোবাসে পাঁচটা তরিতরকারির মাঝে ভাত নিয়ে বসতে। ছেলের বাড়িতে তো হাতা-খুন্তি ধরতেই হয় না। না, বৌমাও ওসব ছোঁয় না। ঠিকের রাঁধুনি আছে। আঙবাঙ দু'একটা পদ রেঁধেই ভাগলবা। বউকে বলেছিলেন রান্নার লোক ছাড়িয়ে দেবার কথা। সম্ভব নয়। ছেলেও চাকুরে, বৌমাও। রান্নার সময় কোথায়! তা সুরবালা তো আছে, দিন দিন অত তেলঝালে অমন সব অখাদ্যি গেলার দরকার কি! বৌয়ের মতো নেই। বলেছে, এসেছেন। হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে যান। তাছাড়া নাতিটা তো রইল। কোথায় নাতি! তারও তো ইংরেজি স্কুলে পড়া। দেখভালের মেয়ে বাঁধা। জলের মতো টাকা খরচ হয়। অথচ অগোছালো সংসার বাঁধা ছাঁদা হয় না। হবেই বা কি করে! জামা কাপড়ের মেলা, ছড়ানো ছেটানো। রাজ্যের নানা জিনিষ। পাঁচটা গল্পো করার মানুষজন নেই। আছে নিশ্চয়ই। তার বয়েসী মেয়ে খুঁজলে দু'চারটে বেরোবেই। কে খোঁজে, কাকে খোঁজে! কে কার বাড়ি যায়! সব বাড়িরই ছেলে বোয়েরা ছুটছে। যে সব বউ চাকরি করে না, তারাও তাদের বাড়ির সব কথাকল, ছবিকল নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে। কাজের লোকগুলো অব্দি যেন ছুটছে। এ বাড়ি, ও বাড়ি পাঁচবাড়ির কাজ না করলে তাদের ঘরগুষ্টিরই বা পেট চলবে কি করে। মিথ্যে বলবে না, দিনকতক ছেলের বাড়িতে গিয়ে ভালোই লেগেছিল। হাত পা ছাড়া হয়ে হাঁফ ছেড়েছিল। হাতা-খুন্তির টানা ঝক্কি থেকে রেহাই তো বটেই। কিন্তু সে সুখ তো চটকে গেল ছেলে বোয়ের ঘরসংসারের ছিরি দেখে। সাবেকি খাবার ছেড়ে বাজার তৈরি খাবারই তো বেশি গেলে ওরা। বাচ্চাটা পর্যন্ত ওসব খাবারেরই ভক্ত। তার মুখেও রোচে না, কত্তারও না। তবু ক্ষমাঘেন্না করে ওই ছাইপাঁশ ঘরের রান্নাই তাদের খেতে হয়। দেশের গাজনে আসা। থাকার কথা সাতদিন। কিন্তু আবার সে শহরে ছেলে বোয়ের সংসারে ফিরে যাবার খিদে মন্দা হয়ে আসছিল। দেশে নিজেদের গড়া সংসারে এলে যেন আটকা দম ছাড়া পায়। মন খুলে নিজেকে খালাস করতে পারে মাধবের মায়ের সঙ্গে। কুসমিতাকে মায়ের মতো ভালোবাসে। ওর ছেলেটা গোপাল গোপাল চেহারার। দুটো মুড়ি একটা বাটিতে দিলেই হল। কচি হাতে এমন হাঁকুড়ে খাবে না যে হাসতে হাসতে সুরবালার চোখে জল এসে যায়। কত্তাও বন্ধুবান্ধব নিয়ে এমন মশগুল হয়ে ওঠে যে বাড়ি ফিরতে মেলা রাত হয়ে যায়। গাঁ থেকে যেতে এবার যেন পায়ে বেশ ঝিম আসছে। থাকার ভেতরে তো খালি চামড়ার নিচে হাড়গোড়। সেই হাড়গোড়ে এত তেজ খেলে কি করে তা ভেবেই পায় না মহীতোষ। তিন ছেলে। বলতে গেলে তিসরি চাঁদ। বড় ডাক্তার। মেজ কলেজে পড়ায়। ছোট বড় আমলা। তিন ছেলের ভেতর কারো কাছে থাকে না হরিমতি। মহীতোষকে বলে, 'শোন ঠাকুরপো। তোমার দাদা সেই যে বছর পনেরোর আমাকে এই ভিটেয় এনেছিল তারপর যে কত কত বছর এই ভিটেগাড়া হয়ে আছি, তার ঠিকঠিকানা নেই। আজ হোক, কাল হোক, যেতে তো হবেই। হুঁশ থাকতে থাকতে এখানেই যেন গঙ্গা পাই। আর জানো ভাই, দিন থাকতে থাকতে বেশ থাকি। এসব গরু বাছুর, গাছপালা, মুনিষ, বাগাল, পাড়াঘরের সব বউ ঝিদের নিয়ে কোথায় যে বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে সাঁঝের মুখে চলে আসে তার ঠাওরই করতে পারি না। তোমার দাদা তো খুব বোঝদার লোক ছিলেন। বলেছিলেন, ছেলে সব হীরে মানিক হচ্ছে মানে তোমার কপাল ভাঙছে। ওই হরিশ মানুষটা খুব ঘাঁটি। বাড়ির লাগোয়া জায়গাটা ওকে দিয়ে যে দু'কুঠুরি ঘর করেছিলাম, তা তোমার কথা ভেবেই। আমি তো তোমার আগে চলে যাব। ছেলে বল, বউ বল, সব বলতে তোমার ওরাই তোমার বলভরসা। তুমি যা মেয়ে তাতে ছেলেদের ভাগের ভাত খেতে গেলে বুক ছিঁড়ে যাবে। দূরে দূরে থাকলে তবু তোমার রোগ অসুখে হয়ত ফেলতে পারবে না। তা হরিশের কপাল দেখ। ওর বেটিটা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বেধবা হল। বাপের কাছে ফিরে এল। বলতে নেই ওর ওই বেটিটা বুক দিয়ে ওই সংসারটা দেখে। নইলে এসব গরু বাছুর, গাছপালা কিছুই রাখতে পারতাম না। মিথ্যে বলব না ভাই, ছেলে বোয়েরা মাঝে মাঝে আসে। তবে আসা মানে ওই না আসাই। দু'একদিন গেল কি, ফুড়ুৎ। ঠাকুরের দয়ায় রোগ অসুখে এখনও ছেলেদের হাত তোলা হতে হয়নি ঠাকুরপো। আর বলব কি, রাতবিরেতে ঘুম ভেঙে মনটা হু হু করে উঠলেই, তোমার দাদা ঠিক চলে আসবে ভাই। বুক জল হয়ে যায়। হরিমতি বকবক করেই চলে। সেই বকবকানির ধাক্কায় মহীতোষ ঠিক করে ফেলে সাত দিন নয়, মাস খানেকের আগে ভিটে থেকে নড়বে না সে। বেশ আছে গিন্নি আর সে। আশি ছুঁই ছুঁই বৌদি যদি বছরের পর বছর এই বয়সেও এখানে থাকতে পারে, তবে সেই বা পারবে না কেন? বউদির মতো এত হ্যাপা তার নাই, যদিও বৌদির বন্দোবস্ত দাদা অনেক করে দিয়েছেন। সে নাহয় ছেলের সংসারে আসবে, যাবে। তবু এখানকার পাট রেখে দিতে এখন তখন দু-একটা মাস এখানে থাকবে।

বিশ্বাস

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

দহনেও খোঁজো নীলাকাশ
পুড়ে পুড়ে রাখো বিশ্বাস
আঁধার মুছেই আনো ঢেউ
তবু কেউ
তোমাকে জড়িয়ে ধরে
শিকড়ের মতো
নীলাকাশে সংগ্রাম
ফুল ফোটে কতো।

উত্তরকাল

বিভাস সাহা

কিছুই দেওয়ার ছিল না, শুধু মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ
রক্ত যতই শিরা ছিঁড়ে শরীরের ক্ষত দিয়ে নেমে যাক
বিশ্বাস দৃঢ় থাকে পাহাড় হয়, ছড়ায় প্রপাত
নদী ভালোবাসে কাশবনে বিছানো শৈশব।

সন্ত্রাস এসেছিল দিনে, এখন গড়াতে গড়াতে রাত
গ্রেপ্তার গৃহবন্দি এমনকি এনকাউন্টার, এইসব
পেরিয়ে অঙ্গীকার নিঃশব্দে খুঁজে পাক
গেরিলা প্রেমের যুদ্ধবিন্যাস।

বিশ্বাস করতে করতে বিশ্বাস করাই অভ্যাস
কেন করি, তা কি জানি? উত্তরকাল
ভালো থেকো, বেঁধ রেখো মাটি আকাশ পাতাল।

ছড়া

শম্ভু ঘোষ

জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধি
কি হলো হরতালে
এক টাকা দাম কমালাম
দেখে নিক সকলে।

বন্ধের আমি বিরোধী
দাম কমাতে আছি
অন্য রাজ্য কমাচ্ছে তাই
ওই পথেই গেছি।

মোদিজীকে চটাবো
এত বোকা আমরা নই
সারদা-নারদায়
পেয়ে যাচ্ছি মই।

ভাস্কর প্রভাত মাঝি

সঞ্জীব চক্রবর্তী

একটা পৃথিবীর মধ্যে আছে অনেক পৃথিবী। চাই শুধু দেখার চোখটি। আর চাই তাকে ধরে রাখার ভাষাটি। কখনও অক্ষরের শরীর কখনও বা চিত্ররূপে। চিত্রে তৃতীয় মাত্রা যোগ হলে হয় ভাস্কর্য।

ভাস্করের কর্মশালা ও জগৎ হল তাঁর স্টুডিও। বর্ধমান শহরেরই অলিগলি তস্য গলি বন বন্যার জন্য একদা কুখ্যাত সুভাষপল্লীর প্রায় খুঁজে না পাওয়া এক কোণে ছোট্ট এক পৃথিবী হল প্রভাত মাঝির বাড়ি কাম স্টুডিও। সেটি নিজেই একটি শিল্পকর্ম।

লোহার দরজা অনেকেরই থাকে। এখানে সামনের দরজার এক পাল্লায় স্ক্র্যাপ মেটালের লৌহ অপ্সরা, অন্য দিকে পেঁচা। দুপাশে ও মাথাতে টেরাকোটার বৈভব। ভেতরে স্টুডিওর বাতাস ভরে আছে মধুর সুঘ্রাণে। মৌচাকের মোম, যাকে শিল্পশাস্ত্রের ভাষা বলা হয় মধুচ্ছিষ্ট,

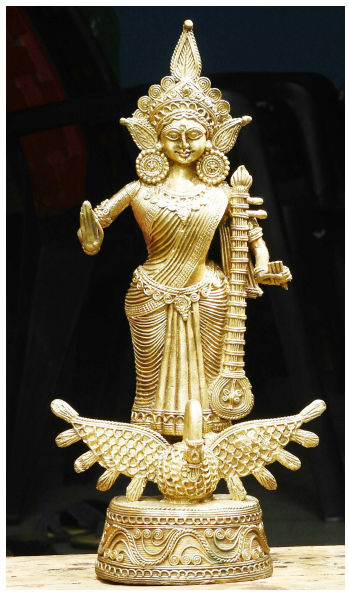

তাই মৌমাছির চাকের মতো আরেক নির্মাণের উপকরণ।

নির্মাণ মানে পেতল ও ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে নতুন জগৎ রচনা। এখানে দেবতাদের গা ঘেঁষাঘেঁষি। করে থাকে মানুষ, পাখি, মাছ। এ হল বর্ধমানের ভাস্কর প্রভাত মাঝির নিজস্ব ভুবন। জন্ম ১৯৬৮ সাল। রক্তে নতুন করে কিছু গড়ার নেশা। পরিবারে প্রথম মাধ্যমিক পাশ। ভাস্কর্যে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর নিজেকে খোঁজা। মাটি কাঠ পাথর মাধ্যম পেরিয়ে শেষে নিজের মাধ্যম হল ধাতু।

সেই আদিক্যালে আগুনের চাবিকাঠি দিয়ে ধাতুর জগতের দরজা খুলেছে মানুষ। অস্ত্র আর তৈজসপত্রের চাহিদা মিটিয়ে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী রচনা করেছেন সিন্ধু সভ্যতার নারীমূর্তি, হয়তো তিনি ধ্যানী যোগী পুরুষের শক্তি আদিম পার্বতী। আরো পরের যুগ দেখেছি চোল নটরাজ।

ধ্রুপদী ধারার পাশাপাশি ছিল লোকায়ত ধারা। স্মরণাতীত কাল থেকে যাযাবর লোহারু ও ডোকরা কামাররা গ্রামে গ্রামে ঘুরে পেতল দিয়ে নিত্যকর্মের জিনিস ও গয়নাগাটি বানিয়েছে, তেমনি মূর্তি বানিয়েছে পূজার জন্য। কোনো কোনো গোষ্ঠী অনেক সময় ঘর বাঁধে, যেমন গুসকরার কাছে দ্বারিয়াপুরে বা বাঁকুড়ার বিকনায়। প্রভাত মাঝির খোঁজা শেষ হল লোকায়ত ডোকরা শিল্পের কৌশলে।

ধাতু মাধ্যম সময় ও শ্রম দুইই দাবি করে। ঢালাইয়ের পদ্ধতি হল ফরাসি ভাষায় সিরে পের্দু, ইংরিজিতে লস্ট ওয়াক্স। লোকায়ত শিল্পী ধুনো ও সর্ষের তেল মিশিয়ে মণ্ড বানান। তারপর তৈরি হয় দেবদেবী, পেঁচা/, বাজনদার, কুনকে বা গয়না। তাদের মাটি দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়। শুকিয়ে গেলে চুঙ্গির মতো গর্ত দিয়ে গলানো ধাতু ছেলে দিলেই ঢালাই শেষ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রভাত মাঝি ডোকরা ঢালাই কৌশলকে নিজের মতো গড়ে নিয়েছেন। প্রাথমিক উপকরণ হয়েছে মধুচ্ছিষ্ট বা চাকের মোম। কখনো ধুনো মেশানো হয়। তারপর মোমের পাত ও সুতোর কারুকাজ। সাবেকি ডোকরা ও আধুনিক ভাবনা মিলে যায়। তারপর মাটির প্রলেপ। মাটি শুকিয়ে গেলে গরম মোম বের করে নেওয়া হয়। শূন্য খোলে এবার গলানো পেতল ঢালাই করা। খোলের দুদিকে দুটো মুখ। এক মুখে ঢাললে যদি অপর মুখে ধাতু ভেসে ওঠে তবে ঢালাই নির্বিঘ্ন হয়েছে বোঝা গেল। এই আধুনিক পদ্ধতিতে অনেক বড় মাপের কাজ করা সম্ভব হয়।

ঢালাই শেষ। ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে আসছে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, পাখি, মাছ, খেলুড়ে ছেলেমেয়ে, সাইকেল আরোহী আরো কত কী। দেবলোক নরলোক জল আকাশ এক হয়ে যায়। প্রাচীন শৈলী ও আধুনিকতা মিলে তৈরি হয় নিজের স্বাক্ষর। একই সঙ্গে অন্য মাধ্যমে নাট বল্টু চাকা এই সমস্ত ফেলে দেওয়া জিনিষের সমাহারে আশ্চর্য সমস্ত রূপ সৃষ্টি হয়।

প্রভাত মাঝির কাজের প্রদর্শনী হয় দিল্লি পুনে বেঙ্গালুরু ও কোলকাতায়। ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে হস্তশিল্প বিভাগে রাজ্যস্তরে তিনবার সেরা পুরস্কার পেয়েছেন। শিক্ষিকা স্ত্রী অদিতি, কন্যা উজান ও পুত্র ঈশানকে নিয়ে সংসার। সৃষ্টিকর্মে সহায়তা করেন দ্বারিয়াপুরের অশোক। সামলাতে হয় কলকাতার সহযোগীদের নিয়ে প্রদর্শনী ও ওয়ার্কশপ, বর্ধমানের শিল্পী সংগঠন অঙ্কনের কাজ ও পুজো প্যান্ডেলের বরাত। বাধা শুধু একটাই—শরীরের প্রতিকূলতা। রক্তে শর্করার দোষে আজ দুটি কিডনি বিকল। সপ্তাহে দুবার ডায়ালিসিস চলে। কিডনি প্রতিস্থাপন হয়তো একমাত্র সমাধান। শিল্পীবন্ধু ও গুণগ্রাহীরা চেষ্টা করছেন অর্থসংগ্রহের। তারই মধ্যে সুভাষ পল্লীর স্টুডিওতে মিলে মিশে যাচ্ছে দেবলোক ও মর্ত্যলোক, কারণ সৃজনশীলতা কখনও হার মানে না।

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন নিয়ে গোষ্ঠী সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২১ সেপ্টেম্বর : পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন নিয়ে শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আহত হলেন চার জন। এদিন মেমারির দেবীপুর পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন ছিল। উপপ্রধান কে হবেন এই নিয়ে শাসক দলের অঞ্চল সভাপতি পার্থ সিদ্ধান্ত এবং তাঁর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা আব্দুল হাকিম গোষ্ঠীর বিরোধ বাধে। ভোটাভুটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনে তৃণমূল দলের অঞ্চল সভাপতি পার্থ সিদ্ধান্ত-র অনুগত প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। তারপরই দেবীপুর অঞ্চলের পূণ্যগ্রাম ও বাগগড়িয়া এলাকায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর নেতা ও কর্মীরা। সংঘর্ষ রণক্ষেত্রের চেহারা নিলে এলাকায় পুলিশের বিশাল বাহিনী যায়। সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দুই গোষ্ঠীর ১০জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের পরদিন পেশ করা হয় বর্ধমান আদালতে। বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে, প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনের সময় দুই গোষ্ঠীর সদস্যরা নির্বাচনের দাবি তোলেন। ভোটাভুটি, জয়-পরাজয় তাতেও বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়ায় কটূক্তি ইত্যাদি নিয়ে ওই এলাকায় হাতাহাতি সংঘষের্র চেহারা নেয়। গুরুতর আহতদের মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মেমারির সাতটি পঞ্চায়েতের মধ্যে পাঁচটিতেই দলের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটাভুটি করে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন করলেন সদস্যরা। শুধু বাগিলা ও গোপগন্তার পঞ্চায়েতে ভোটাভুটি ছাড়াই বোর্ড গঠিত হয়।

১২ দিন কাজের মজুরি ১ পয়সা

—প্রথম পাতার পর

নম্বর- ডব্লিউ বি-০২০৩০-০০৪-০১০/০০৩) এবং মনু হেমব্রম (জব কার্ড নম্বর ডব্লিউ বি-০২-০৩০-০০৪-০১০/০০৯) দুজনে ১২ দিন কাজ করে মজুরি পেয়েছেন ০.০০১টাকা। ১২ দিনই তাঁরা উপস্থিত দেখানো হয়েছে! অথচ ওই একই মাস্টাররোলে বাকি ৮জনকে দিন প্রতি ১০৫ টাকা থেকে ১৬৫ টাকা হিসাবে মজুরি উল্লেখ করা হয়েছে! উল্লেখ্য যে, ১০০ দিনের কাজের মজুরি শ্রমিকদের মাটি কাটার পরিমাণের উপর নির্ভর করে স্থির করার নিয়ম। সরকার নির্ধারিত ৬২ ঘনফুট মাটি কাটলে পুরো মজুরি পাওয়ার কথা। আবার ১০০দিনের কাজে শ্রমিকরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করেন। একটি দলের কয়েকদিনের মোট কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে মজুরির হার নির্ধারণ করেন পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক বা অন্যান্য কর্মচারীরা। উল্লেখিত মাস্টাররোলে সরকার নির্ধারিত কাজের পরিমাণের চেয়ে অনেকেই কম কাজ করেছেন। তাই কাউকেই পূর্ণ মজুরির হারে (দিন প্রতি ১৯১টাকা) মজুরি প্রদান করা হয়নি। তা বলে ১২ দিনের কাজের মজুরি ১ পয়সা! এ ব্যাপারে অতিরিক্ত প্রোগ্রাম আধিকারিক সুদীপ কুণ্ডু বলেন, ওটা এক পয়সা নয়, এক টাকা হতে পারে। সাধারণত ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে মাটি কাটার মাপ অনুযায়ী মজুরি দেওয়া হয়। উল্লেখিত দুই শ্রমিক হয় কাজে আসেননি, নতুবা এলেও কোন কাজ করেননি। তাই এরকম মজুরি হয়েছে।

জেলা জুড়ে ছাত্রদের অবরোধ, মিছিল

—প্রথম পাতার পর

শেষ হয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সভাপতি বিশ্বরূপ হাজরা, বাণী হক প্রমুখ।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ইসলামপুরে দারিভিটি হাইস্কুলে একজন উর্দু শিক্ষক নতুন নিয়োগপত্র নিয়ে যোগ দিতে গেলে ছাত্রবিক্ষোভ তৈরি হয়। উচ্চ বিদ্যালয় স্কুলে ২০০০ ছাত্রছাত্রী। দীর্ঘদিন ৭-৮ জন শিক্ষকের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা ভুগছে। তার ওপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো অপ্রয়োজনীয় উর্দু শিক্ষক এসে যাওয়ায় ছাত্রীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দেড়শো পুলিশের সাহায্যে শিক্ষক কাজে যোগ দিতে এলে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। পুলিশ বিক্ষোভ সামাল দিতে না পেরে গুলি চালায়। এতে রাজেশ সরকার, তাপস বর্মন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। আর একজন ভর্তি আছেন হাসপাতালে।

ছাত্র খুনের প্রতিবাদে কালনা শহরে ছাত্র-যুবরা নিভুজিবাজার ও সেনেরডাঙায় দুটি কর্মসূচি সংগঠিত করে। নিভুজি মোড়ে জমায়েতের পর মিছিল হয়, মিছিল শেষে এস.টি.কে.কে সড়ক অবরোধ করে। আধঘন্টা পর মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। সেনেরডাঙার অবস্থান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেয় হালিম সেখ, সুমন সরেন, সুভাষ সরকার, প্রবীর ভৌমিক, সাহাবুল সেখ প্রমুখ।

অপরদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ছাত্রধর্মঘটের অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী এলেও কিছুক্ষণ পরই ছুটি হয়ে যায়। ধর্মঘট সফল হওয়ায় ক্ষিপ্ত পুলিশ প্রশাসন শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভরত এস.এফ.আই-এর পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক মৈনাক চ্যাটার্জী সহ ১৮জন নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করে ইস্পাত নগরীর দুর্গাপুর থানায় নিয়ে আসে। খবর পেয়ে

ছুটে যান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। ছুটে আসেন ইস্পাত শ্রমিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পুলিশ প্রথমে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলেও গণরোষের আশঙ্কায় সকলকেই ছেড়ে দেয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় চণ্ডীদাস মার্কেটে এক বিশাল সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা কবিরঞ্জন দাশগুপ্ত, স্বপন মজুমদার ও এস.এফ.আই জেলা সম্পাদক।

বিজ্ঞান কেন্দ্রের সাধারণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : কালনা শহরের রাজ স্কুলে কালনা বিজ্ঞান কেন্দ্রের ১০ম ত্রৈবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জেলা সম্পাদক অধ্যাপক চন্দ্রনাথ ব্যানার্জীসহ বক্তব্য রাখেন কালনা কলেজের অধ্যক্ষ তাপস সামন্ত, আশুতোষ পাল, জয়ন্ত সরকার প্রমুখ। বিদায়ী সম্পাদক সঞ্জীব ব্যানার্জীর পেশ করা প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। অশোক মুখার্জী সভাপতি ও সুবোধ বিশ্বাস সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হন।

জলসম্পদ দিবসে জল নষ্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব জলসম্পদ নজরদারি দিবসেই পানীয় জলের কল ভেঙে দিল দুষ্কৃতীরা। গতকাল রাত্রে কালনা ২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলিয়াদহ, স্বাসপুর, মোল্লাপাড়া, বিক্রমপুর ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস কুমার সরকার ঘটনাটি স্বীকার করেছেন।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দুদিনের নাট্যউৎসব

আয়োজক

বর্ধমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

৮ অক্টোবর হ জ ব র ল-র নাটক

‘বিপজ্জনক’।

মুখ্য অভিনয়ে : দেবশঙ্কর হালদার।
রচনা ও নির্দেশনায় চন্দন সেন।

৯ অক্টোবর ইউনিটি মালঞ্চ-এর নাটক

‘আত্মকথন’

রচনা : স্বপন ঘোষ,
প্রয়োগে : দেবাশিস সরকার।

বর্ধমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাটক

‘ছেলে গেছে বনে’

রচনা : অংশুমান কর,
প্রয়োগে : উদয়শঙ্কর মুখোপাধ্যায়।
ও
বর্ধমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের গান।

স্থান : সংস্কৃতি লোকমঞ্চ বর্ধমান, সময় : সন্ধ্যায় ৬টা

আমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করুন—
পূজন সেনগুপ্ত (৯৪৭৪৩৭৫৫২৪),
‘গীতমঞ্জরি’ রানিগঞ্জ বাজার চৌমাথা।
সারদা ইলেকট্রিক, রাজবাটি উত্তরফটক।
‘নবীনা বুক স্টল’ বিশ্রাম ভবন, কার্জনগেট।
উদয় মুখোপাধ্যায় (৯৭৩২৩৪৬১৬১)।
‘নতুন চিঠি’ পত্রিকা দপ্তর।

জেলা জুড়ে বর্ণাঢ্য অধিকার যাত্রা

—প্রথম পাতার পর

ছাত্রনেতা প্রবীর দেবনাথ।

মুকশিমপাড়া পঞ্চায়েতের কুকশিমলা বাজার থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। নওপাড়া, কুবাজপুর, গোবিন্দপুর, সুমরিয়া, ফুমুরিয়া, মুকসিমপাড়া, সান ঘোষপাড়া, বাগানে পাড়ায় ধীতপুর, কায়বাতি প্রভৃতি গ্রাম পরিক্রমা করে।

পীলা গ্রাম পঞ্চায়েতে কাঁকনাইল

গ্রাম আদিবাসী লোকশিল্পীরা পদযাত্রায় অংশ নেন। বিবিতলা, শ্রীরামপুর, নয়মাথা, গোদা, খড়দও পাড়া, হাঁপানিয়া হয়ে পদযাত্রা পাঠন গ্রামের মোড়ে শেষ হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের নেতা রহমান শেখ।

একসময়ে কংগ্রেসী গুণ্ডা বাহিনীর সমস্ত রকম হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালে সুলতানপুর বাজারে সভা করতে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত মনসুর হবিবুল্লা। বোমাবাজি করে তাঁর সভা ভণ্ডুল করে দেওয়ার পরও মনসুর সাহেব মঞ্চ থেকে এক পা নড়েননি। মঞ্চের উপরই মনসুর সাহেবকে লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষেপ করা হয়। সেটা আগেভাগেই বুঝতে পেরে গুলির সামনে বুক পেতে দেন বৈদ্যনাথ মুর্মু। তিনি শহিদ হয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় নেতা মনসুর সাহেবকে বাঁচিয়ে দেন। এই ত্যাগী শহিদের রক্তঝরা সুলতানপুর এলাকায় ২০১১ সালের পর থেকে আবার বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমস্ত কর্মসূচি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সেই নিষিদ্ধ এলাকা সুলতানপুর বাজার থেকে এদিন সকালে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি তুলে শুরু হয় অধিকার জাঠা। জাঠার আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য অঞ্জু কর।

কালনার সুলতানপুর বাজার থেকে অধিকার জাঠা যাত্রা শুরু করার পর সারা দিনে অতিক্রম করে ২৫ কিমি পথ। সুলতানপুর ও বাঘনাপাড়া এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০টি বুথে এই জাঠা পৌঁছানোর পর কেশবপুরে শেষ হয়।

বিপিএমও-র এই জাঠায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পা মেলান অঞ্জু কর, সুকুল শিকদার প্রমুখ। প্রথমে জাঠায় ৫০ জন অংশগ্রহণ করলেও পরে মানুষের অংশগ্রহণ আরো বেড়ে যায়। একই ভাবে জাঠা সংগঠিত হয় কালনা-২ পঞ্চায়েত সমিতির কল্যাণপুর ও বৈদ্যপুর এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও। এই জাঠা দুটির নেতৃত্ব দেন কৃষক নেতা মহম্মদ আলী, পুষ্পেন ভট্টাচার্য, অঞ্জলি মণ্ডল, শ্রীকুমার দুবে প্রমুখ।

অধিকার যাত্রা গলসী থানার সামরা, জামার, চান্না চড়কডাঙ্গা, হিট্টা, সাঁকড়াই, কিশোরকোনা, খানা জংশন বাজার এলাকায় ১১টি বুথ পরিক্রমা করে। নেতৃত্বে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষকসভার সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, খেতমজুর আন্দোলনের জেলা নেতা কাজি জাফর অওলি, সাইফুল হোসেন প্রমুখ।

মন্তেশ্বরের রাইগ্রামে জাঠার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তাপস চ্যাটার্জী। অন্যান্যদের মধ্যে জাঠায় পা মেলান ওসমন গণি সরকার, মদন রায়, রুবেন রায়, হামিদ শেখ প্রমুখ। জাঠা কুসুমগ্রাম বাজার হয়ে ১০ কমি পথ অতিক্রম করে মন্তেশ্বরে গিয়ে শেষ হয়।

কালনা শহরে জাঠার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। অন্যান্যদের সঙ্গে পা মেলান কেশব ঘোষ, অরুণাভ চক্রবর্তী, স্বপন ব্যানার্জী, আলোক রায়, সঞ্জিত মুখার্জী প্রমুখ। জাঠা পীরতলা থেকে শুরু হয়ে ১৩ ও ১৬ নং ওয়ার্ড পরিক্রমা করে পলিটেকনিক কলেজের কাছে শেষ হয়।

কেউটে ব্রিজ নির্মাণ ও ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে ২০০ দিন কাজ দেওয়ার দাবিতে কালনা দুর্গাপুর থেকে শুরু হয় অধিকার জাঠা। এখানে জাঠার উদ্বোধন করেন তাপস চ্যাটার্জী। জাঠায় পা মেলান অন্যান্যদের সঙ্গে কৃষ্ণপদ চাল, মধুসূদন সিংহরায়, নির্মল সিংহরায়, আলিম সেখ, হালিম সেখ প্রমুখ। নন্দাই পঞ্চায়েতের গাবতলা, রামেশ্বরপুর, দুপশা, পারদুপশা পরিক্রমার পর খড়িন্যানে গিয়ে জাঠা শেষ হয়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১) লঙ্কার মতো। ১৮১০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। ২) ১৯৮৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। ৩) চতুর্থ শিখগুরু রামদাস। মৃত্যু ১৫৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। ৪) ১৮০৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। ৫) ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ হতে, ৬০ কপি। ৬) ১৯৫৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। ৭) ১৯৩৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। ৮) বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, জাপানে, ১৯৪২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। ৯) সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লাঙল, ১৯৭৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। ১০) ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। ১১) কসমস ক্লাব, ১৯৭৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। ১২) ২৪ সেপ্টেম্বর।

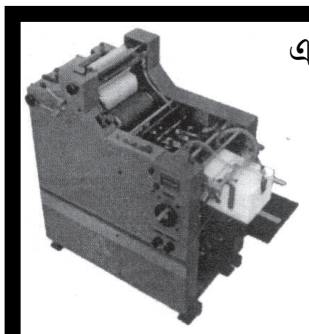

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

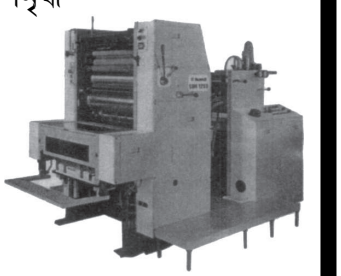

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা